

UNITED NATIONS



জাতিসংঘ

জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারীর কার্যালয় - বাংলাদেশ
OFFICE OF THE UNITED NATIONS RESIDENT COORDINATOR IN BANGLADESH

বাংলাদেশস্থ জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারীর বাণী

আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন

প্রতি বছর জাতিসংঘ এবং বিশ্ব সম্প্রদায় বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষা মিশনে যেসব নারী ও পুরুষ কর্মরত আছেন অথবা কর্মরত ছিলেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা বাস্তবতায় শান্তিরক্ষা কার্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ১৯৪৮ সালের মে মাসে সর্বপ্রথম জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন শুরু করার পর থেকে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং আইনের শাসন, মানবাধিকার ও নাগরিকদের সুরক্ষায় বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার মত অধিকতর জটিল বিষয়গুলোর সমাধানে অব্যাহতভাবে নতুন নতুন রূপে আবির্ভূত হচ্ছে।

মানবসেবা সহায়তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী এবং পুলিশ এক বিরল দৃষ্টান্ত স্হাপন করেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সর্বোচ্চ সেনা প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম এবং বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীগণ তাদের উৎসর্গ ও সাহসিকতার জন্য পরিচিত। তাদের কঠোর পরিশ্রম এটা নিশ্চিত করে যে, দ্বন্দ্ব নিরাসনে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম একটি শক্তিশালী প্রবেশ দ্বার এবং সেবা ও বিশ্ব শান্তির মত জাতীয় ঐতিহ্যকে শান্তিরক্ষীগণ এগিয়ে নেয় যা দেশের সংবিধানে গ্রথিত আছে।

আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবসের এই মুহূর্তে আমি সেইসব বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি যারা বিশ্ব শান্তি রক্ষায় চরম ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং গভীরভাবে স্মরণ করছি তাদের যারা গত বছর জীবন উৎসর্গ করেছেন:

ল্যান্স কর্ণেল মোঃ আব্দুর রাস্তাক
সার্জেন্ট মোঃ মিরাজুল ইসলাম
ল্যান্স কর্ণেল মোঃ নজরুল ইসলাম

সার্জেন্ট মোঃ লাবু ইসলাম
সার্জেন্ট মোঃ শহিদুল ইসলাম
লিডিং সি-ম্যান এম জাহাঙ্গীর আলম

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের সেবার জন্য কৃতজ্ঞ এবং জাতিসংঘ-বাংলাদেশ তাদের পরিবারের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেছে। বিশ্ব শান্তি এবং স্থিতিশীলতা রক্ষায় জাতিসংঘকে সহায়তার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার যে উচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে এজন্য আমি বাংলাদেশ সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং আশা করি বাংলাদেশ ও জাতিসংঘের মধ্যে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির ক্রমাগত ধারা অব্যাহত থাকবে।

রবার্ট ডি. ওয়াটকিন্স